চুয়াডাঙ্গার খেজুরের গুড় হারাচ্ছে ঐতিহ্য থাকছে না গুড় ও পাটালির আসল স্বাদ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলাসহ পুরো এলাকায় বইছে হিমেল হাওয়া। গত এক সপ্তাহে জেলায় বেশ কয়েকদিন রেকর্ড করা হয়েছে দেশের সর্বনিন্ম তাপমাত্রা। দিনের বেলায় মিষ্টি রোদের উপস্থিতি থাকলেও রাতে পড়ছে তীব্র শীত। শীত মৌসুমের শুরু থেকেই দামুড়হুদার গাছিরা খেজুর রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন।

এবার খেজুড় গুড় তৈরির জন্য অনুকুল আবহাওয়া ও গুড়ের বাজারদর ভাল থাকায় গাছিদের মুখে ফুটে উঠেছে রসালো হাসি। বাড়ি বাড়ি চলছে খেজুর গুড়ের তৈরি আবহমান গ্রামবাংলার ঐতিহ্য পিঠা-পুলির উৎসব। প্রতি বছরই শীতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ উপজেলার গ্রামাঞ্চলে সকাল হলেই খেজুর রস, পিঠা ও নলেন গুড়ের মৌ মৌ গন্ধে ভরে ওঠে পুরো এলাকা। শীতের সকালে খেজুরের ঠান্ডা রস পান করা যে কতটা তৃপ্তিকর তা বলে বোঝানো যায় না।

আর খেজুর রসের পিঠা পায়েস যে কেমন মজাদার তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রতি বছরের মতো এবারও শীতের শুরুতেই গ্রামাঞ্চলে খেজুর রসের ক্ষীর, পিঠা, পায়েস, তৈরির ধুম পড়ে গেছে। প্রতিদিনই কোন না কোন বাড়িতে চলছে খেজুরের রস ও গুড়ের তৈরি নানারকম খাবারের আয়োজন।

শীতের সকালে বাড়ির উঠানে বসে পিঠে মিষ্টি রোদ লাগিয়ে খেজুরের গরম গরম ঝোলা গুড় দিয়ে রুটি খাওয়ার ভিন্ন স্বাদ। একবার খেলে তার স্বাদ মুখে লেগে থাকে অনেকদিন পর্যন্ত।খেজুর গুড় দিয়ে তৈরি হয় সুস্বাদু পাটালি। নতুন ধানের মুড়ি আর পাটালি খুবই মুখোরোচক খাবার।খেজুরের নলেন গুড় ছাড়া শীতকালিন পিঠা-পায়েস এর উৎসবের কথা ভাবাই যায় না। আগেকার দিনে শীত মৌসুমে উপজেলার গ্রামাঞ্চলের মানুষের সকালের নাস্তা হতো নতুন ধানের চিড়া, ঘরে পাতা দই আর খেজুরগুড় দিয়ে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় নানারকম খাবারের ভিড়ে সেসব আজ শুধুই স্মৃতি।

সূত্রে জানা গেছে, এক সময় দামুড়হুদা উপজেলাসহ জেলার আলমডাঙ্গা ও জীবননগর উপজেলার সব অঞ্চলই খেজুর গুড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। দেশের

ভেজালের কারনে মানুষ খেজুর গুড় খাওয়ার প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে।

কয়েক বছর যাবৎ গুড়ে ভেজাল দেওয়া ও সেই সাথে আসল গুড়ের উৎপাদন কমে যাওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে পড়েছে নেতিবাচক প্রভাব।তাই ভেজাল গুড় উৎপাদনের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক হস্থক্ষেপ কামনা করেছেন ভোক্তাসাধারণ। তবে এত প্রতিকূলতার মাঝেও এখনও অনেক পুরাতন গাছিরা অন্যান্য কাজের সাথে ভাল খেজুর গুড় তৈরি করে এর ঐতিহ্য ধরে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

খেজুর গাছ আমাদের রস ও গুড় দেওয়া ছাড়াও ছায়াদান, জ্বালানি সরবরাহসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে নানাভাবে উপকার করে থাকে। তাই এ গাছ থেকে সুমিষ্ট রস গুড় পেতে, আমাদের জীবনের প্রয়োজনে পরিবেশ বাঁচাতে ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে আমাদের উচিত নির্বিচারে খেজুর গাছ কাটা বন্ধ করা ও সেই সাথে আরও বেশি বেশি করে খেজুর গাছ রোপণ করা।

চুয়াডাঙ্গার দোস্ত গ্রামে জমিসহ বাড়ি কিনে বিপাকে মহাসিন

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দোস্ত গ্রামে জমিসহ বাড়ি কিনে বিপাকে পড়েছে দর্শনার মিজান নামের এক ব্যবসায়ী। এ বাড়িকে কেন্দ্র করে বিক্রেতার পরিবারের সাথে ঝামেলায় থানা পুলিশে অভিযোগের পর আদালতে করে নোটিস।

মিজানুরের অভিযোগে জানাযায়, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নের দোস্ত গ্রামের মোল্লা পাড়ার মৃত আব্দুল কাদের মোল্লার ছেলে মিলন উদ্দীন মোল্লার নিকট হতে গত ৭ মাস পূর্বে ০৫৬৮ একর জমি ও একটি গোডাউন ভবন সহ পাকা বাড়ি ক্রয় করেন দর্শনা শ্যামপুর গ্রামের দাউদ হোসেনের ছেলে মিজানুর রহমান। এ ক্রয়কৃত জমিসহ বাড়ি দখলে নিয়ে বাড়ি বসবাস শুরু করেন মিজান। তার ক্রয়কৃত জমি ও গোডাউন সহ বাড়িটি ক্রয়ের কিছুু দিনের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের পুরাতন হাউলী গ্রামের ফকির মোহাম্মদের

ছেলে মহসিন আলীর নিকট বিক্রি করে দেয়। এ বিক্রিকৃত বাড়ির ক্রেতা মহসিন আলীকে বিক্রেতা মিজানুর রহমান বুঝিয়ে দিতে গেলে পূর্বের বিক্রেতা মিলন উদ্দীন মোল্লার পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে বিরোধ সৃস্টি হয়। এ বিরোধের জেরে স্থানীয় ক্যাম্প পুলিশ ও দর্শনা থানা পুুলিশ পর্যন্ত গড়াই। পরবর্তীতে চুয়াডাঙ্গা আদালতে ফৌজদারীর কার্যবিধি আদেশ জারী করে একটি নোটিশ করে মহসিন বিবাদীদের বিরুদ্ধে।

অভিযোগকারী মিজানুর রহমান আরো জানায়, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নের দোস্ত গ্রামের মোল্লা পাড়ার মৃত আব্দুল কাদের মোল্লার ছেলে মিলন উদ্দীন মোল্লার কাছ থেকে ওয়ারিশ সুত্রে প্রপ্য হয়ে তার নিজ নামে খারিজ করে ৮.২৪ এবং খাজনা দেওয়া গোডাউন-বাড়ি সহ জমি ক্রয়ে সহমত প্রকাশ করে মিজানুর রহমান। মিজানুর রহমান খরিদ করে মিজান যার জমির পরিমান. ০৫৬৮ খরিদ করে।মিজান ১৪/০৬/২৩ যার দলিল নং ৪৮৭৭ এবং ভোগ দখল করে কনষ্টোকশনের কাজ করে। মিজান পুনরায় বাড়ি ও গোডাউন বিক্রি করতে চাইলে মহাসিন কেনার সহমত পোষন করে। পুনরায় মিজান মহাসিনের কাছে বাড়ি ও গোডাউনসহ জমির পরিমান .০৫৬৮ একর বিক্রি করে।এরপর মহাসিন খারিজ খাজনা নামপত্বন ও খাজনা পরিশোধ করে মিজানের নিকট থেকে জমিসহ বাড়ি ও গোডাউন বুঝে নেন।

পরবর্তীতে দোস্ত গ্রামের মোল্লা পাড়ার মৃত্য আব্দুল কাদের মোল্লার ছেলে রাজু আহম্মেদ ও তার স্ত্রী সাবিনা ইয়াছমিন, বড় ভাই আব্দুল জলিল মোল্লা ও তার স্ত্রী রেহেনা পারভীন, ও রাজুর মা আরফান নেছা মহাসিনের ক্রয় কৃত জমি ও বাড়িতে তালা লাগায়।

এতে মহাসিন কোন উপায়ন্ত না পেয়ে দর্শনা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। এ ঘটনায় দর্শনা থানায় বসে সালিস বৈঠক। বৈঠকে পুলিশ রাজুদের দোষ প্রমানিত হয় এবং স্বীকার করে তালা খুলে দেওয়ার কথা বলে। পুনরায় তালা না খুললে গ্রামের মন্ডল মাতবর সালিস বৈঠক করে তালা খুলে দেয়। এর পর মহাসিন স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বসবাস করার অবস্থায় আবার রাজু গং তাদের তালা বদ্ধ করে রেখে দেয়। এবং বিভিন্ন ভাবে প্রান নাশের হুমকি অব্যাহত রেখেছে।এ ঘটনায় মহাসিন হিজলগাড়ি ক্যাম্প পুলিশকে জানালে পুলিশ এসে তালা খুলে তাদের উদ্ধার করে।পুনরায় আবার তালা লাগায়।

গত ৪ জানুয়ারি হিজলগাড়ি পুলিশ ক্যাম্পে সালিস বৈঠক বসে। সালিস বৈঠকে তার ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করে তালা খুলে মহাসিনের কাছে

হস্তান্তর করে। পরে গত ৯ জানুয়ারী সন্ধায় ঘরের গেটে ঝামেলা থাকার কারনে মিস্ত্রী নিয়ে ঘরের কাজ করে। পুনরায় আবার রাজু গং তালা মারে ঘরে। মহাসিন ক্রয় করে মিজানের নিকট থেকে এবং ঘটানাটি মিজনকে জানালে মিজান ঐ জমিতে যায়। জমিতে তালা খুলতে গেলে মার গালিগালাজ ও শ্বাসরুদ্ধ করে এবং প্রাননাশের হুমকি দেয় এবং মেয়ে ছেলে মিলে এমন কি ঝাটা পিটা করে। যা ভিডিও ধারন করা আছে এবং মহাসিন ও মিজানের কাছে থাকা দেড় লক্ষ টাকা ২ টা স্বর্নের চেইন ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনায় দর্শনা থানায় অভিযোগ করে।

এ বিষয়ে জমি ক্রেতা মহাসিন আলী চুয়াডাঙ্গা আদালতে মৃত আব্দুল কাদের মোল্লার ছেলে রাজু আহম্মেদ, আব্দুল জলিল মোল্লা, রাজু আহম্মদের স্ত্রী সাবিনা ইয়াছমিন, আব্দুল জলিল মোল্লার স্ত্রী রেহেনা পারভীনের বিরুদ্ধে ফৌজদারীর কার্যবিধি আদেশ জারী করে একটি নোটিশ করেছে। এ জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে যে কোন সময় ঘটতে পারে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ তাই প্রশাসনের উপর হস্তক্ষেপ কামনা করছে সুধি মহল।

দর্শনায় চুরি যাওয়া মোটরসাইকেল ৬ ঘন্টার মাথায় উদ্ধার, গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ঘরের গ্রীলের তালা কেটে সংঘবদ্ধ চোরচক্র মটর সাইকেল চুরি করে নিয়ে গেছে চোরেরা।ঘটনার সাথে সাথে দর্শনা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

অভিযোগের ৬ ঘন্টার মাথায় ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানাধীন লাঙ্গলবাধ গ্রামস্থ অবদা সংলগ্ন জনৈক রফিকুল শেখ এর চায়ের দোকানের পার্শ্বে কাচা রাস্তার উপর হতে চুরি যাওয়া মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে পুলিশ।

জানাযায় আজ ১৩ জানুয়ারি শনিবার ভোর সাড়ে ৫ টার দিকে যে কোন সময় অজ্ঞাতনামা চোরেরা দর্শনা পৌরসভার বাসষ্ট্যান্ড সিএন্ডবিপাড়া

গ্রামস্থ বাদীর বসত বাড়ীর বারান্দা হতে একটি কালো রংয়ের এফ জেড মোটরসাইকেল চুরি করে নিয়ে যায়।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার বাসষ্ট্যান্ড সি এন্ডবি পাড়ার শওকত আলীর ছেলে আনোয়ার হোসেন সোহাগ (৪০) দর্শনা থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করে।অভিযোগ দায়েরের সাথে সাথে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা এর নেতৃত্বে এসআই(নিঃ) মোঃ শামিম রেজা সঙ্গীয় ফোর্সসহ তথ্য প্রযুক্তির সহায়তা এবং স্থানীয় সোর্সর মাধ্যমে সংবাদ প্রাপ্তি হয়ে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযান পরিচালনা করে দুপুর ৩ টার দিকে ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানাধীন লাঙ্গলবাধ গ্রামের অবদা সংলগ্ন জনৈক রফিকুল শেখ এর চায়ের দোকানের পার্শ্বে কাচা রাস্তার উপর হতে চুরি যাওয়া মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে।সেই সাথে মোটরসাইকেল চোরচক্রের মৃল হোতা সেলিম মন্ডলকে (৩৭) গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত সেলিম রাজবাড়ী জেলার কালুখালী থানার চর নারায়নপুর গ্রামের ইসলাম মন্ডলের ছেলে। আজ তার বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় সেতু নির্মাণের দাবি থাকা সত্ত্বেও ৫০ বছরে সুফল মেলেনি

একটি সেতুর অপেক্ষায় কয়েক দশক পার করেছেন মনাকষা-এলাহীনগরসহ আশপাশের কয়েক গ্রামের হাজারো মানুষ। এখন সাঁকোই ভরসা তাঁদের। নিজেদের বানানো সেই সাঁকো দিয়েই ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন তাঁরা। এতে অনেক সময় দুর্ঘটনায় পড়তে হয় তাঁদের।

স্থানীয়রা জানান, বিগত ১৯৭২ সালে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) গঙ্গা-কপোতাক্ষ (জিকে) সেচ প্রকল্পের খাল খনন করা হয় উপজেলার

কালিদাসপুর ইউনিয়নের মনাকষা ও এলাহীনগর গ্রামের মধ্য দিয়ে। এর ফলে পাশাপাশি অবস্থানরত দুটি গ্রাম আলাদা হয়ে যায়। সেই সময় মনাকষা গ্রামে তিন রাস্তার মোড়ে সাপ্তাহিক কাঁচাবাজার থাকায় একটি সেতু নির্মাণের দাবি থাকা সত্ত্বেও ৫০ বছরে সুফল মেলেনি। ফলে মনাকষা, এলাহীনগর, হাড়গাড়ী, সুকচা ও বাজিতপুরসহ আশপাশের অনেক অঞ্চলের মানুষের কাছে আধা কিলোমিটার যাতায়াতের রাস্তা এখন হয়ে গেছে ২-৩ কিলোমিটার। সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাগামী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। তাদের ৫ মিনিটের রাস্তা পারি দিতে লাগে আধা ঘণ্টারও বেশি। তবে দূরত্বের চেয়ে বেশি সমস্যা নির্জন মাঠের নিরাপত্তাহীনতা। ফলে অনেক অভিভাবক তাঁদের মেয়ের পড়া বন্ধ করে দিয়ে বাল্যবিয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।

এ বিষয়ে হাড়গাড়ি গ্রামের বাসিন্দা জান্নাতুন নাহার অ্যানির সাথে কথা হলে তিনি জানান, তার মেয়ে পাইকপাড়া জন-কল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীতে লেখাপড়া করে। একটি সেতুর অভাবে প্রায় ২-৩ কিলোমিটার রাস্তা ঘুরে পায়ে হেটে তাকে স্কুলে যেতে হয়। পথে অনেক বখাটে ছেলেরা উত্যক্ত করে। সেকারণে বাড়ির কাজ শেষে মেয়েকে নিয়ে ছুটতে হয় স্কুলের পথে।

এলাহীনগর গ্রামের এক স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থী সোনিয়া আর্ফিন তন্নী বলেন, বর্ষার সময় স্কুলে যেতে অনেক কষ্ট হলেও ঝুঁকিপূর্ণ সাঁকো পাড় হয়ে যেতে হয়। বৃষ্টির দিনে সড়কে কাদাঁ-মাটিতে জামাকাপড় নোংরা হয়ে যায়। এ এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি থাকলেও ব্রিজ নির্মাণ হয়নি।

পাইকপাড়া জনকল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো, রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘রাস্তা খারাপের কারণে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসতে চায় না। আবার আসতেও বিলম্ব হয়। তবে সবচেয়ে ভয়ের বিষয় ওই রাস্তায় ঝোপজঙ্গল রয়েছে। বখাটেরা প্রায়ই মেয়েদের বিরক্ত করে। আমি গ্রামবাসীর সহযোগিতায় সমস্যার সাময়িক সমাধান দিতেই একটি বাঁশের সাঁকো তৈরি করে দিয়েছি। কিন্তু এটা ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে একটা সেতু এপার- ওপার মানুষের মাঝে দারুণ সম্পর্কের সেতুবন্ধন তৈরি করতে পারে। দিতে পারে সব সমস্যার সমাধান।’
কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আসাদুল হক মিকার সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, আপাতত বাঁশের সাঁকো বানানো হয়েছে। তবে সেটাও ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ বাচ্চা ও বৃদ্ধদের জন্য সাঁকো পারাপার ঝুঁকির। আমাদের একটা সেতু খুবই দরকার।’

চুয়াডাঙ্গা প্রধান প্রকৌশলী আরিফ আহমেদ বলেন, আপাতত আমাদের কোন বাজেট নাই। তবে ব্রিজ অথবা ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের বিষয়ে উর্ধতন কতৃপক্ষের সাথে কথা বলে ব্যবস্থা নিবো। তিনি আরো বলেন, সেতু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ আমরা যে বরাদ্দ পেয়ে থাকি, তা দিয়ে এ রকম বড় সেতু তৈরি করা সম্ভব নয়।

আলমডাঙ্গায় নারী ইউপি সদস্যের বাড়িতে হামলার অভিযোগ

আলমডাঙ্গার শ্যামপুর গ্রামের এক নারী ইউপি সদস্যের বাড়িতে নির্বাচন পরবর্ত্তী হামলার অভিযোগ উঠেছে। রোকসানা খাতুন নামের ওই নারী ইউপি সদস্য এ ব্যাপারে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, সদ্য অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে কুমারি ইউনিয়ন পরিষদে প্রায় ৯ জন ইউপি সদস্য বিভিন্ন প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনি প্রচার প্রচারণা করেন। নির্বাচনে শ্যামপুর গ্রামের মহিলা ইউপি সদস্য রোকসানাসহ কয়েকজন এম.এ রাজ্জাক খান রাজের ফ্রিজ প্রতিকের কর্মী হিসেবে কাজ করেন। এদিকে নির্বাচনের পর নৌকার সমর্থকরা নৌকার প্রতিকের বিপক্ষে ভোট করায় তর্কাতর্কিসহ তাকে হুমকি ধামকি দিতে থাকেন। এরই এক পর্যায়ে তারা গত শুক্রবার রাতে ওই নারীর বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেছে বলে থানায় লিখিত অভিযোগ করেন তিনি। অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয় নারী ইউপি সদস্য রোকসানা খাতুন ও তার স্বামী রাশিদুল ব্যক্তিগত কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে চলন্ত মোটরসাইকেলের উপর থেকেও বাঁশের লাঠি দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করে। এতে রোকসানা খাতুন ও রাশিদুল আহত হয়। এছাড়া নারী সদস্য ও তার স্বামীকে অভিযুক্তরা মোবাইলে ও বিভিন্ন মাধ্যমে হুমকি প্রদান অব্যাহত রেখেছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

লিখিত অভিযোগে উপজেলার কুমারি ইউনিয়নের গোপিবল্লভপুর গ্রামের মৃত গোপালের ছেলে টুটুল (৪৫), মৃত রমজান মন্ডলের ছেলে রহমত আলী

(৪০), মৃত আজিবর রহমানের ছেলে সোহেল (৪০), মৃত খোদা বক্সের ছেলে জাহাঙ্গীর (৪৬)সহ আরও ৫ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় কোরআন শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক) উদ্যোগে নারী ও শিশুদের জন্য কোরআন শিক্ষা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক) কর্তৃক আয়োজিত পুনাক চুয়াডাঙ্গার অফিসকক্ষে শনিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক) চুয়াডাঙ্গার উদ্যোগে নারী ও শিশুদের জন্য কোরআন শিক্ষা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন পুনাক সভানেত্রী মিসেস পুলিশ সুপার জান্নাতুল ফেরদৌস।

এ সময় তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় নারী ও শিশুদের জন্য পবিত্র কোরআন শিক্ষা প্রদানের জন্য নারী শিক্ষক না থাকায় নারী ও শিশুরা দীর্ঘদিন ধরে কোরআন শিক্ষা থেকে পিছিয়ে পড়ছে।

ফলে পিতা মাতার সঠিক তত্ত্বাবধান, নৈতিক সুশিক্ষা ও ধর্মীয় অনুশাসনের অভাবে সমাজে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।

জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আল-কুরআন শিক্ষা করাও প্রত্যেক মুসলমানের উপরে আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে নারী ও শিশুদের জন্য কোরআন শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে পুনাক চুয়াডাঙ্গার উদ্যোগে।

উল্লেখ্য পুলিশ লাইন্স জামে মসজিদে সকল বয়সী পুরুষদের মসজিদভিত্তিক কোরআন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে। এখন থেকে পুলিশ লাইন্স ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নারী ও শিশুরা পুনাক চুয়াডাঙ্গার উদ্যোগে প্রতিদিন সকালে মহিলা শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত কোরআন শিক্ষার সুযোগ পাবে।

উক্ত শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুনাক সভানেত্রী মিসেস পুলিশ সুপার জান্নাতুল ফেরদৌস, চুয়াডাঙ্গা পুনাকের সহ-সভাপতি মিসেস নাহিদা আক্তার, সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস জোবায়দা আক্তার, কোষাধ্যক্ষ মিসেস সাবিনা ইয়াসমিন, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হুমায়রা আক্তার সহ জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার ফোর্সবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের আয়োজনে প্রীতি ভোজ ও আলোচনা সভা

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের আয়োজনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী প্রীতি ভোজ ও আলোচনা সভার অনুষ্ঠিত হয়।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুজ্জামান রানা বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক লীগ দামুড়হুদা উপজেলা শাখা’র সাধারণ সম্পাদক ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ১নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো: শওকত আলী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল বিশ্বাস মিঠু, একতা হেয়ার প্রসেসিং কার্পাসডাঙ্গা শাখার সভাপতি হাসিবুজ্জামান শহিদ বিশ্বাস, আওয়ামী লীগের খলিল শফিকুল, কৃষকলীগের আসাদুল, যুবলীগ নেতা ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সফল সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের হিরক, শরিফুল ইসলাম মেশকাত, রতন, ছাত্রলীগের ফয়সাল, হাসিব, সাজ্জাদ মানিক, সেলিম, শাহজাহান, মাসুদ, আরিফুল, ওবাইদুল্লা, সাদিক, সাব্বির (০১), সাব্বির (০২), ফয়সাল, মেহেদী আসিফ, রকিবুল (০২)।

অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের যুগ্ম

চুয়াডাঙ্গায় চেক জালায়াতি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার কোটালী গ্রামের পৃথক ২টি চেক জালিয়াতি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি শরিফুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত শরিফুলকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনা থানাপুলিশ অভিযান চালিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের কোটালী গ্রামের ছহিরদ্দিনের ছেলে শরিফুল ইসলাম ওরফে শরিফকে (৩৭) আজ শুক্রবার রাত ৩টার দিকে নিজবাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানায় গ্রেফতারকৃত শরিফুল ইসলাম চেক জালিয়াতি একটি মামলায় তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১ লাখ ১৬ হাজার টাকা জরিমানা এবং অপর একটি মামলায় চার মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা মামলার আসামী ছিলেন।

গ্রেফতারকৃত শরিফুলকে গতকালই আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় নাশকতা মামলায় জামায়াতের ৩ নেতাকর্মী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় নাশকতা মামলার তিন জামায়াত কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে পৌর এলাকার পশুহাট এলাকা থেকে

তাদের আটক করা হয়। আটকের আগে জামাতের নেতাকর্মীরা সরকার বিরোধী লিফলেট বিতরণ করছিলো বলে পুলিশ জানায় ।

আটকৃত জামাতে কর্মীরা হলেন- কুমারী ইউনিয়নের পার দূর্গাপুর গ্রামের শামসুল হকের ছেলে বাবুল ইসলাম(৩২) একই গ্রামের মৃত আকবর আলীর ছেলে শফিউজ্জামান (৪৫) এবং একই ইউনিয়নের এলাহী নগর হাড়গাড়ী গ্রামের মৃত শামসুদ্দীন মন্ডলের ছেলে বজলুর রহমান (৪৭)।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা রাতে পৌর এলাকার পশুহাট প্রাঙ্গণে জামাতের নেতা-কর্মীরা সরকার বিরোধী লিফলেট বিতরণ করছিল। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছালে নেতা-কর্মীরা দৌড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। এসময় তিন নেতাকর্মীকে আটক করে পুলিশ।

আটকৃতরা সবাই গত নভেম্বর মাসের শ্যামপুর-ইসলাম মাদ্রাসা এলাকায় নাশকতা পরিকল্পনা চেষ্টা মামলার আসামী। তাদের আটকের পর আজ শুক্রবার সংশ্লিষ্ট মামলা জেল হাজতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

এ বিষয়ে ওসি শেখ গনি মিয়া বলেন, গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারি বেশ কয়েকজন নাশকতা মামলার আসামী পশুহাট এলাকায় সরকার বিরোধী লিফলেট বিতরণ করছে। তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরর পর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার নবাগত ওসির সাথে বনিক সমিতির সৌজন্য সাক্ষাৎ

আলমডাঙ্গা থানার নবাগত ওসির সাথে বনিক সমিতির সদস্যদের সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্টিত।

আজ সন্ধা ৭ টার দিকে থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ শেখ গনি মিয়ার সাথে আলমডাঙ্গা বনিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন ও সাধারন

সম্পাদক খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুনের নেতৃত্বে সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্টিত হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা প্নেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু,সাধারন সম্পাদক ও বনিক সমিতির সদস্য হামিদুল ইসলাম আজম, বনিক সমিতির সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান, হাজী রফিকুল আলম, কোষাধ্যক্ষ আলাউদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক শরিফুল ইসলাম ও জাহাঙ্গির আলম, ক্রীড়া সম্পাদক হাবিবুর রহমান, মদস্য সাইদুর রহমান, সাংবাদিক তানভীর সোহেল প্রমুখ।

এসময় নবাগত ওসি শেখ গনি মিয়া বলেন আমি নতুন যোগদান করার পর পরই জাতীয় নিরাবাচনের মত গুরু দায়িত্ব কাধে এসে পড়ল। আমি সঠিক ভাবে সেই গুরু দায়িত্ব এসপি মহদয়ের সহায়তায় পালন করতে সক্ষম হয়েছি। আপনারা ব্যাবসায়ি সংগঠনের নেতা ও সদস্য বৃন্দ আমি আপনাদের সহযোগীতা কামনা করছি।

আপনারা যদি আমাকে সহায়তা করেন তাহলে আমিও আপনাদের ঘুমের নিশ্চয়তা দিতে পারব। কারন আমার দায়িত্ব আলমডাঙ্গার সকল নাগরিক যাতে করে নিরাপত্বার সাথে থাকে সরকার আমাকে বা পুলিশ বিভাগকে সেই দায়িত্ব দিয়েছে। আমি পুলিশ সুপার মহদয়ের পরামর্শে আপনাদের সার্বিক সহায়তা করার আশ্বাস দিচ্ছি। সিসি ক্যামেরা যে গুলো স্বচল আছে সে গুলো তো চলবে,আর যে গুলো নষ্ট আছে সে গুলো সেরে আলমডাঙ্গা পৌর এলকা সিসি ক্যামেরার আওতায় আনতে হবে। মাদকের ব্যাপারে আমি কথা দিচ্ছি কঠোর হস্তে দমন করব। পরে সকলকে ধন্যবাদ জানান।